ভারতে বিপ্লব ঃ তার কর্তব্য এবং বিপদসমূহ

৩০ মে, ১৯৩০

লিয়ঁ ট্রটস্কী

ভারত হচ্ছে একটি আদর্শ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যেরকম ব্রিটেন হচ্ছে একটি আদর্শ সাম্রাজ্যবাদী দেশ। শাসক শ্রেণীর সমস্ত রকম অনৈতিকতা এবং দমনের সমস্ত রূপ যা পুঁজিবাদ পূর্বের (East) দেশগুলির অনগ্রসর মানুষদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে তার সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং ভয়াবহ রূপ ঘনীভূত হয়েছে এই বিশাল উপনিবেশে, যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা গত দেড়শ বছরধরে জোঁকের মত তাদের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা বর্বরতার প্রত্যেকটি অবশেষ এবং মধ্যযুগের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যবসায়পূর্বক অধ্যয়ন করে তাকে'সংস্কৃত করেছে যা মানুষ কর্তৃক মানুষের দমনের জন্য কাজে লাগানো হবে। তারা তাদের সমস্ত অনুচরদের ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী শোষণের সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য করেছে এবং জনগণের সাথে তরাই তাদের হয়ে সংযোগ রক্ষা করে, হাতিয়ারের কাজ করে এবং জনগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদীরা ভারতে তাদের রেলপথ, খাল এবং শিল্পসংস্থাগুলো সম্পর্কে জাঁক করে বলে থাকে, এগুলোতে তারা সোনায় প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের সর্মথকরা উৎসাহের সাথে ঔপনিবেশিক দখলদারির পূর্বেকার ভারতের সাথে বর্তমান ভারতে তুলনা করে। কিন্তু এটা কে মুহূর্তের জন্য সন্দেহ করতে পারে যে ৩২ কোটি মানুষের একটি সৌভাগ্যবান জাতি যদি সুসম্বন্ধ এবং সংগঠিত লুণ্ঠনের বোঝা থেকে মুক্ত হতে পারে তবে তারা অচিন্তনীয় দ্রুততা এবং আরো সফলতার সঙ্গে উন্নতি করতে পারে? এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে ব্রিটিশরা যে চার বিলিয়ন ডলার ভারতে বিনিয়োগ করেছে তা থেকেই বোঝা যায় যে প্রতি পাঁচ-ছ বছরের পর্যায়ে তারা ভারত থেকে কি পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যায়।

ভারতবর্ষে সেই দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের সুবিধার জন্য সে খুব সাবধানতার সঙ্গে পরিমাণমত প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির অনুমোদন করেছে, কিন্তু থেম্‌স- এর সাইলক এতে করেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ধারণা আরো বেশি বেশি করে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া আটকাতে পারে নি।

পুরনো বুর্জোয়া দেশগুলোর মত, ভারতে যে বহুসংখ্যক জাতিসত্ত্বা আছে একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তারা একটি জাতিতে একীভূত হতে পারে, এই বিপ্লবই তাদের আরো বেশি বেশি করে একটি এককে বেঁধে ফেলবে। কিন্তু পুরনো দেশগুলোর সাথে তার পার্থক্য এখানেই যে, ভারতবর্ষের বিপ্লব একটি ঔপনিবেশিক বিপ্লব যা চালিত হচ্ছে বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে। সবার উপরে এই বিপ্লব একটি ঐতিহাসিকভাবে পশ্চাৎপদ দেশের বিপ্লব যেখানে সামন্ত ভূমিদাসত্ব, জাত-পাতের বিভাজন এমনকি দাসব্যবস্থাও বুর্জোয়াও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের পাশাপাশি, অবস্থান করছে। এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব বর্তমানে তীব্র আকার ধারণ করেছে। ভারতীয় বিপ্লবের এই ঔপনিবেশিক চরিত্র যা চালিত হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শোষকদের মধ্যে একটির বিরুদ্ধে, তা কিছুটা পরিমাণে দেশেল আভ্যন্তরীণ সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে আড়াল করছে, আর বিশেষত: তাদের চোখেই তা ঢাকা পড়ছে যাদের কাছে তা লাভজনক।

বাস্তবত: সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যে ব্যবস্থা যার মূল পুরনো দেশীয় শোষণ ব্যবস্থার সাথে একত্রীভূত হয়ে আছে তাকে উচ্ছেদ করবার প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় জনতার পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক বিপ্লবী উদ্যোগের দাবী করছে যা নিজে থেকেই শ্রেণী সংগ্রামে প্রচণ্ড উদ্দীপনা সঞ্চারকে নিশ্চিত করবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন কিনা নম্রভাবে আমেরিকার কাছে লেজ দোলায়, সে কিন্তু স্বেচ্ছায় তার অবস্থান পরিত্যাগ করবে না এবং বিদ্রোহী ভারতের বিরুদ্ধে তার শক্তির শেষ বিন্দু এবং সমস্ত বিদ্বেষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শিক্ষা! ভারতীয় বিপ্লব, এমনকি তার বর্তমান পর্যায়ে, যখন তার বেইমান জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নি তখন তা ম্যাক ডোনাল্ডের 'সমাজতান্ত্রিক' সরকার কর্তৃক দমিত হচ্ছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এইসব ইতররা, যারা নিজেদের দেশে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছিল তাদের রক্তাক্ত দমন পীড়ন একটি প্রাথমিক স্থাপনা যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে জন্য জমা করে রাখছে। বুর্জোয়া ব্রিটেনের স্বার্থের সাথে গণতান্ত্রিক ভারতের সমঝোতার মনোমুগ্ধকর সমাজ গণতান্ত্রিক চিন্তা ম্যাকডোনাল্ডের রক্তাক্ত দমনের সাথে একটি আবশ্যিক সংযোজনা, যে হত্যার মধ্যবর্তী সময়ে সমঝোতার জন্য হাজারো একটা কমিশন গড়তে সব সময়েই প্রস্তুত।

ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা এটা খুব ভালো করেই বোঝে যে ভারতবর্ষকে হারালে তা তাদের ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষয়প্রাপ্ত বিশ্বশক্তির ভেঙ্গে পড়াকেই শুধু বোঝোবে না উপরন্তু তা তাদের নিজের দেশেই সামাজিক বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে। এটা একটা জীবন-মরণ সংগ্রাম। সমস্ত শক্তির সক্রিয় হয়ে উঠবে। এর মানে হচ্ছে এটাই যে বিপ্লবকে তার সমস্ত সঙ্গতি ও সংস্থানকে জড়ো করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। তারা তাদের স্বঃস্ফূর্ত শক্তির এমন প্রদর্শন ঘটিয়েছে যে জাতীয় বুর্জোয়ারা আন্দোলনের পরিচালনা হাতে নিতে বাধ্য হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে যাতে তার বিপ্লবী ধারকে ভোঁতা করে দেওয়া যায়।

গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন হচ্ছে একটি কৌশলগত গ্রন্থি যা ছড়িয়ে থাকা পেঁটি বুর্জোয়াদের সাদাসিধে এবং আত্ম অগ্রাহ্যকারী অন্ধতার সাথে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদেরবেইমানীমূলক কৌশলের বন্ধন ঘটায়। বাস্তবত: ভারতীয় আইনসভার চেয়ারম্যান, যা কিনা সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতার সরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য তার পদ পরিত্যাগ করেছিলেন। এটার একটা গভীর প্রতীকী তাৎপর্য রয়েছে। "আমরা তোমাদের কাছে প্রমাণ করে দেব", থেমসের ভদ্রলোকদের কাছে জাতীয় বুর্জোয়ারা বলে, "যে আমরা তোমাদের কাছে অপরিহার্য, আমাদের ছাড়া তোমরা জনগণকে শান্ত করতে পারবে না কিন্তু তার

জন্য আমরা তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে মূল্য দাবী করবো"।

যেন এই জন্যই উত্তর দিতে গিয়ে ম্যাকডোনাল্ড গান্ধীকে জেলে ভরে দেয়। এটা খুবই সম্ভব যে ভৃত্যরা প্রভু যা চায় তার থেকে বেশিই যায়, কেননা নিজেকে সন্দেহের উর্দ্ধে রাখবার প্রমাণ দিতে গিয়ে তারা দেখানোর চেষ্টা করে যে কর্তব্যের বাধ্যবাধকতার বাইরে গিয়েও তারা যেন বিবেকবুদ্ধির তাড়নায় কাজ করছে। এটা খুবই সম্ভব যে কনজারভেটিভরা, যারা কিনা খুবই আন্তরিক এবং অভিজ্ঞ সাম্রাজ্যবাদী তারাও এই পর্যায়ে এত দুর যেত না। কিন্তু অন্য দিকে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জাতীয় নেতাদের কাছে এই দমনের খুবই প্রয়োজন আছে, এর মাধ্যমে তারা তাদের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষয়ে যাওয়া ভাবমূর্তিকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে। ম্যাকডোনাল্ড তাদের জন্য এই কাজটুকু করে দিচ্ছে। যখন শ্রমিক এবং কৃষকদের গুলি করে। হত্যা করা হচ্ছে তখন সে পূর্বে যথাযথ নোটিশ দিয়ে গান্ধীকে গ্রেফতার করে, যেভাবে রাশিয়ার অস্থায়ী সরকার মহাজনদের এবং দেনিকিনকে গ্রেপ্তার করেছিল।

যদি ভারত ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের অভ্যন্তরীণ শাসনের একটি অন্যতম উপাদান হয়ে থাকে, তবে একই ভাবে ভারতের উপর ব্রিটিশ পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী শাসনও ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার অন্যতম একটি উপাদান। প্রশ্নটাকে কেবলমাত্র কয়েক লক্ষ বিদেশী শোষককে বহিষ্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললে চলবে না। আভ্যন্তরীণ শোষকদের থেকে আভ্যন্তরীণ শোষকরা বিচ্ছিন্ন হতে অনিচ্ছুক বোধ করতে থাকবে। ঠিক রাশিয়ার মত, জারের সাথে বিশ্ব ফিনান্স পুঁজির কাছে তার ঋণগ্রস্ততার উচ্ছেদ ঘটা সম্ভব হয়েছিল কেননা বৃহৎ জমিদারদের উচ্ছেদ করবার জন্য রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা কৃষকদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। একইভাবে ভারতে অগণিত নিপীড়িত ও আধা-নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দমনের বিরুদ্ধে লড়াই বিকাশলাভ করছে কারণ তারা সামন্ত জমিদার, তাদের দালাল এবং অনুচার, স্থানীয় আমলা এবং মাহনজদের উচ্ছেদ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে।

ভারতীয় কৃষকরা জমির 'ন্যায্য' বিতরণ চায়। এটাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। এবং এটা একই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তিও বটে। তাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে পশ্চাদপদ, অনভিজ্ঞ এবং ছড়িয়ে থাকা কৃষকেরা, যারা প্রত্যেকটি গ্রামে ঘৃণিত শাসনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদের বিরোধিতা করে, সর্বদাই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে সামিল হয়। তারা খাজনা বা কর দেয় না। জঙ্গলে পালিয়ে যায় অথবা সামরিক বাহিনী থেকে পালিয়ে চলে আসে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের টলস্টয়ের তত্ত্ব এক অর্থে ছিল রাশিয়ার কৃষক জনতার বিপ্লবী জাগরণের প্রথম পর্যায়। ভারতীয় জনগণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে গান্ধীবাদও একই ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী যত 'নিষ্ঠাবান' হবেন, ততই তিনি জনগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার ক্ষেত্রে প্রভুদের একজন উপযোগী হাতিয়ার হয়ে উঠবেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে বুর্জোয়াদের সমর্থন আসলে বিপ্লবী জনতার বিরুদ্ধে তার রক্তাক্ত প্রতিরোধের প্রাথমিক শর্ত।

সংগ্রামের নিষ্ক্রিয় রূপ থেকে কৃষকরা একাধিকবার ইতিহাসে তার আশু শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র রক্তাক্ত যুদ্ধে লড়াই-এর উত্তরণ ঘটিয়েছে, এই শত্রুরা হচ্ছে জমিদার, স্থানীয় আমলারা এবং মহাজনরা। মধ্যযুগে ইউরোপে এরকম একাধিক কৃষক যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে, একই সময়ে কৃষকদের আন্দোলনের উপর নিষ্ঠুর দমন পীড়নেরও ঘটনা ঘটেছে। কৃষকদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং তাদের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান বিপ্লবে পরিবর্তিত হতে পারে একমাত্র যদি একটি শহুরে শ্রেণীর নেতৃত্ব তারা পায়, যা তখন বিপ্লবী জাতির নেতা হয়ে দাঁড়ায়, এবং বিজয়ের পর তা বিপ্লবী ক্ষমতার বাহক হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে প্রলেতারিয়েতই হচ্ছে সেই শ্রেণী, এমনকি পূর্বেও (East)।

এটা সত্য যে, ভারতীয় প্রলেতারিয়েত সংখ্যাগতভাবে ক্ষুদ্র, এমনকি ১৯০৫ ও ১৯১৭ -এর প্রাক্কালে রুশ প্রলেতারিয়েতের থেকেও ক্ষুদ্র। নিরন্তর বিপ্লবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতের এই তুলনা মূলক সংখ্যাগত ক্ষুদ্রতাই, ছিল সমস্ত ধরণের বাক সর্বস্ব সুবিধাবাদী, সব মর্তিনাভ এবং মেনশেভিকদের মূল যুক্তি। রুশ প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কৃষকের কৃষি বিপ্লবের নেতৃত্ব হাতে নেবে, তাকে মদত করবে এবং এর টেউ-এর উপর দাঁড়িয়ে বিপ্লবী একনায়কত্ব কায়েম করবে, এই চিন্তা তাদের কাছে খুব উদ্ভট বলে মনে হত। উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা শহর ও গ্রামের জনগণের উপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সংঘটিত করবে, তাদের উপর এই ভরসা রেখে তারা নিজেদের খুব বাস্তববাদী বলে মনে করত। কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা কি হবে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানবিদ্যা তার ইঙ্গিত দেয় না। অক্টোবর বিপ্লব খুবই প্রত্যয়জনকভাবে সবার জন্য একবার তা প্রমান করে দিয়েছে।

যদি আজ রুশ প্রলেতারিয়েতের প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা কমই হয় তার থেকে এটা বোঝায় না যে তার বিপ্লবী সম্ভাব্যতা বিরাট নয়, আমেরিকান এবং ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের তুলনায় রুশ প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাগত দুর্বলতা রাশিয়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। বিপরীতে, যে সমস্ত সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো অক্টোবর বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবী এবং সম্ভব করে তুলেছিল তা আরো তীব্ররূপে ভারতে অবস্থান করছে। গরীব কৃষকদের এই দেশে, নগরের আধিপত্য জারপন্থী রাশিয়ার তুলনায় কম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একদিকে, বড় বুর্জোয়াদের হাতে শিল্পীয়, বাণিজ্যিক এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, অন্যদিকে শিল্পীয় প্রলেতারিয়েতের দ্রুত বৃদ্ধি শহরে পেটি বুর্জোয়াদের, এমন কি বুদ্ধিজীবীদেরও স্বাধীন ভূমিকাকে নাকচ করে দেয়। এটা বিপ্লবের রাজনৈতিক কার্য প্রক্রিয়াকে কৃষক জনগণের উপর নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রলেতারিয়েতের এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রামে রূপান্তরিত করে। একমাত্র 'একটি' শর্তই এখানে অনুপস্থিত- একটি বলশেভিক পার্টি। এবং এখানেই এখন আসল সমস্যা লুকিয়ে আছে।

স্ট্যালিন এবং বুখারিন কিভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মেনশেভিক ধারণা চীনে প্রয়োগ করেছেন তা আমরা প্রতক্ষ্য করেছি। ক্ষমতাশালী একটি যন্ত্রের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা মেনশেভিক সূত্রকে কার্যে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিল এবং সেই কারণে তাকে একটা সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে তারা বাধ্য হয়েছিল। বুর্জোয়া বিপ্লবে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বদায়ী ভূমিকাকে নিশ্চিত করতে গিয়ে (এটাই ছিল রুশ মেনশেভিকদের মূল ধারণা) স্ট্যালিনবাদী

আমলাতন্ত্র চীনের নবীন কমিউনিস্ট পার্টিকে জাতিয় বুর্জোয়া পার্টির একটি অধীনস্থ শাখাতে রূপান্তরিত করেছিল। স্ট্যালিন এবং চিয়াং-কাই-শেকের মধ্যে সরকারীভাবে যে চুক্তি সমধিত হয়েছিল সেই অনুযায়ী (বর্তমান শিক্ষা কমিশার বুবনভের মধ্যস্থতায়) কমিউনিস্টরা কুয়োমিন্টং-এর মধ্যে কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ পদ দখল করতে পারত। সুতরাং প্রলেতারিয়েতের পার্টি কমিন্টার্নের আশীর্বাদে বুর্জোয়াদের সরকারী বন্দী হিসেবে বিপ্লবে প্রবেশ করেছিল। ফলাফল জানাই ছিল; স্ট্যালিনবাদী আমলাতন্ত্র চীন বিপ্লবকে ধ্বংস করেছিল। ইতিহাসে এই ধরণের রাজনৈতিক অপরাধের নজির নেই।

'এক দেশে সমাজতন্ত্র'-এর প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার সাথে সাথে ১৯২৪ সালে স্ট্যালিন ভারতবর্ষের জন্য এবং পূর্বের সমস্ত দেশগুলোর জন্য "দুই শ্রেণীর শ্রমিক এবং কৃষক পার্টির" শ্লোগান হাজির করেন। এটা হচ্ছে আরেকটি শ্লোগান যা প্রলেতারিয়েতের স্বাধীন পার্টি এবং স্বাধীন কর্মনীতিকে বরবাদ করে চলেছিল। হতভাগ্য রায় সেই সময়ের পর থেকেই সর্ব-অন্তর্ভূক্তিকারী শ্রেণীউর্দ্ধ 'পপুলার' বা 'গণতান্ত্রিক' দলের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। মার্কসবাদের ইতিহাস, উনবিংশ শতাব্দীর বিকাশ, তিনটি রুশে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, সবকিছুই, সবকিছুই এই ভদ্রলোকেরা বিন্দুমাত্র চিহ্ন না রেখে অতিক্রম করে গেছেন। তারা এখনো পর্যন্ত বোঝেন নি যে 'শ্রমিক এবং কৃষকদের পার্টিকে' একমাত্র কুয়োমিন্টং-এর রূপেই কল্পনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ একটা বুর্জোয়া পার্টি রূপেই যে কিনা শ্রমিক এবং কৃষকদের তার পেছনে জড়ো করে তারে সাথে বেইমানি করবার উদ্দেশ্যে এবং পরে তাদের দমন করবার জন্য। ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত কোন ধরণের সর্ব-অন্তর্ভুক্তিকারী শ্রেণী-উর্দ্ধ দল দেখা যায় নি। শেষ পর্যন্ত, চীনে স্ট্যালিনের অনুচর রায়, 'ট্রটস্কীবাদ'-বিরোধী লড়াই-এর গুরু এবং মার্তিনভবাদী 'চার শ্রেণীর ব্লকের' নির্বাহক, চীন বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের পর স্ট্যালিনবাদী আমলাতন্ত্রের অপরাধের দায়ভাগী হয়েছেন।

দুই শ্রেণীর শ্রমিক এবং কৃষকদের পার্টির স্ট্যালিনবাদী সূত্র অনুশীলন করতে গিয়ে দুর্বলকর এবঙ মনোবলভঙ্গকারী পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতে ছয় বছরঅতিক্রান্ত হয়েছে। হাতে নাতেই তার ফল পাওয়া গেছে : নিস্তেজ আঞ্চলিক 'শ্রমিক এবং কৃষক পার্টিগুলি' দ্বিধায় ভোগে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে অথবা বিপ্লবী জোয়ারের সময় যখন তাদের সক্রিয় হয়ে ওঠার কথা, তার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অথবা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে কোন প্রলেতারীয় পার্টি নেই। ঘটনার উত্তাপের মধ্য দিয়েই একে তৈরী করতে হবে কিন্তু তার জন্য আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব যে সব আবর্জনার স্তূপ জড়ো করেছে তাকে সরিয়ে দেওয়াটা জরুরী। এটাই পরিস্থিতি। ১৯২৪ সালের পর থেকে কমিন্টার্নের নেতৃত্ব ভারতীয় প্রলেতারিয়েতকে ক্ষমতাহীন করবার জন্য, তার অগ্রণীদের ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্য, তার ডানা ছেঁটে দেওয়ার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবই করেছে।

যখন রায় এবং অন্যান্য স্ট্যালিনবাদী শিষ্যরা একটি শ্রেণী-উর্দ্ধ পার্টির গণতান্ত্রিক কর্মসূচী বিশদ করবার জন্য মূল্যবান বছরগুলি নষ্ট করছিলেন তকন জাতীয় বুর্জোয়ারা ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিয়ন্ত্রণ দখল করবার জন্য তাদের এই হেলাফেলায় সময় নষ্ট করবার সুযোগকে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজে লাগিয়েছিল। ভারববর্ষে একটি কুয়োমিন্টাং তৈরী হয়েছিল রাজনৈতিক দল হিসেবে নয়, বরঞ্চ ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভিতরে একটি পার্টি হিসেবে। এখন, যাই হোক না কেন, এর স্রষ্টারা তাদের নির্বাহকদের দ্বারাই ভীত হয়ে পড়েছে এবং লাফিয়ে একপাশে সরে গেছে, আর তাদের বাহ্যিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা করে বেড়াচ্ছে। এখন মধ্যপন্থীরা লাফ দিয়ে 'বাম' লাইনের দিকে সরে গেছে, কিন্তু তাতে লাভ কিছু হচ্ছে না। ভারতীয় বিপ্লবের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কমিন্টার্নের সরকারী অবস্থান এমনই শোচনীয় এক বিভ্রান্তির জটিলতা সৃষ্টি করেছে যে, মনে হয় প্রলেতারীয় অগ্রণী বাহিনীকে ভুল পথে চালিত করা এবং তাদের হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্যই যেন বিশেষ করে এসব করা হয়েছে। কম পক্ষে অর্ধেক সময় ধরে এটা ঘটেছে কারণ নেতৃত্ব ধারাবাহিকভাবে এবং সচেতনভাবে তার গতকালের ভুলগুলিও লুকোনোর চেষ্টা করেছে। জটিলতার অর্ধেক সময়-এর জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারে মধ্যপন্থার দুর্ভাগা চরিত্র।

যে কমিন্টার্ন ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের উপরে বিপ্লবী চরিত্র আরোপ করে তার কর্মসূচীর কথা আমরা এখন উল্লেখ করছি না। এই কর্মসূচী পুরোপুরি ব্যাণ্ডলার এবং রায়ের ব্যাখ্যাক্রে অনুমোদন করেছে, যারা এখনো স্ট্যালিন মার্তিনভ টুপি মাথায় পরে আছে। অথবা আমরা পৃথিবীর সব ভাষাতেই প্রকাশিত স্ট্যালিনের 'লেনিনবাদের সমস্যাবলী'-র অসংখ্য সংস্করণ সম্পর্কেও বলছি না, এতে দুই শ্রেণীর শ্রমিক ও কৃষক পার্টি সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। না, আমরা বর্তমানের মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখছি, তা হচ্ছে পূর্বে (East) প্রশ্নটির যেভাবে উপস্থাপনা হয়েছে, যা আবার কমিন্টার্নের তৃতীয় পর্যায়ের ভুলের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে।

এখনো পর্যন্ত ভারত এবং চীনের জন্য স্ট্যালিনবাদীদের কেন্দ্রীয় শ্লোগান হচ্ছে শ্রমিক এবং কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার পর, বর্তামানে ১৯৩০ সালে কেউ জানেও না, কেউ ব্যাখ্যাও করে না কেননা কেউ বোঝেও না এই শ্লোগানের অর্থ কি! যে কুয়োমিন্টং শ্রমিক এবং কৃষকদের গণহত্যা চালিয়েছিল তার একনায়কত্বের সাথে শ্রমিক এবং কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব আলাদা কিসে? মানুয়িলস্কি এবং কুসিনেন সম্ভবত; উত্তর দেবেন যে তারা এখন তিন শ্রেণীর (শ্রমিক, কৃষক এবং শহরে পেটি বুর্জোয়া) একনায়কত্বের কথা বলছেন, চীনের মত চার শ্রেণীর নয় যেখানে স্ট্যালিন আনন্দের সঙ্গে তার মিত্র চিয়াং-কাই-শেককে ব্লকে টেনে নিয়েছিলেন।

যদি তাই হয়, তা হলে আমাদের উত্তর হচ্ছে, আমাদের তবে এটা ব্যাখ্যা করবার একটা চেষ্টা করুন যে কেন আপনারা ভারবর্ষে জাতীয় বুর্জোয়াদের মিত্র হিসেবে প্রত্যাখ্যান করছেন, এই একই মিত্রকে প্রত্যাখ্যান করবার অপরাধে চীনে আপনারা বলশেভিকদের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করেছেন এবং তাদের কারারুদ্ধ করেছেন? চীন একটি আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। চীনে কোন শক্তিশালী সামন্ত প্রভু ও দালালদের সম্প্রদায় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ একটি আদর্শ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যেখানে সামন্ত সম্প্রদায়ের শাসনের শক্তিশালী অবশেষগুলো রয়েছে। চীনে বিদেশী শোষণ এবং সামন্ত অবশেষের উপস্থিতির কারণে স্ট্যালিন

এবং মার্তিনভ যদি চীনা বুর্জোয়াদের বিপ্লবী ভূমিকার সিদ্ধান্ত অনুমান করে থাকেন তবে তাতে এই প্রত্যেকটি কারণই দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে প্রযুক্ত হবে। এ মানে হচ্ছে এটাই যে, কমিন্টার্নের কর্মসূচীর কঠোর পাঠ অনুযায়ী, অবিস্মরণীয় চিয়াং-কাই শেক এবং 'অনুগত' ওয়াং চিং-ওয়েই সহ চীনা বুর্জোয়াদের থেকে ভারতীয় বুর্জোয়দের অনেক বেশি অধিকার আছ স্ট্যালিনবাদী ব্লকে (চার শ্রেণীর) অন্তর্ভুক্তির দাবী তোলবার। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ এবং মধ্যযুগের সম্পূর্ণ ঐতিহ্য সত্ত্বেও এটা ঘটছে না, ভারতীয় বুর্জোয়ারা কেবলমাত্র প্রতিবিপ্লবী ভূমিকাই পালন করতে পারে, বিপ্লবী নয়-কিন্তু তাহলে আপনারা অবশ্যই চীনে আপনাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কর্মসূচীর সংশোধন ঘটাবেন, যাতে ঐ কর্মনীতি কাপুরুষোচিতভাবে ক্ষতিকর লক্ষণগুলিকে দেগে দিয়ে গেছে।

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে না। যদি ভারতে আপনারা বুর্জোয়াদের বাদ দিয়ে এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে ব্লকে তৈরি করেন, তবে কে তাকে নেতৃত্ব দেবে? মানুয়িলস্কি এবং কুসিনেন সম্ভবত: তাদের প্রথাগত লর্ডসুলভ ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সাথেজবাব দেবেন, "কেন, অবশ্যই প্রলেতারিয়েত"। ভালো, আমরা উত্তর দিই, খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি ভারতীয় বিপ্লব শ্রমিক, কৃষক এবং পেটি বুর্জোয়াদের ব্লকের ভিত্তিতে বিকশিত হয়, যদি এই ব্লক শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চালিত না হয়ে জাতীয় বুর্জোদের বিরুদ্ধেও চালিত হয় তবে সমস্ত মূল প্রশ্নগুলিই তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে- যদি এই ব্লকের শীর্ষে থাকে প্রলেতারিয়েত, যদি এই ব্লক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তার শত্রুদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে বিজয়ী হয় এবং এইভাবে প্রলেতারিয়েতকে সমস্ত জাতির প্রকৃত নেতার ভূমিকায় উন্নীত করে-তবে যে প্রশ্ন উঠে আসে জয়ের পর যদি প্রলেতারিয়েতের হাতে ক্ষমতা না যায় তবে কার হাতে ক্ষমতা যাবে? তবে এ ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের তাৎপর্য কি, যা কিনা প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, যা কৃষকদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, থেকে আলাদ? অন্যভাবে বলতে গেলে কিভাবে প্রকল্পিত শ্রমিক এবং কৃষকদের একনায়কত্ব অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একনায়কত্ব থেকে আলাদা?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এর কোন উত্তর থাকতে পারে না। ঐতিহাসিক বিকাশের এই পর্যায়ে 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' শুধুমাত্র একটি ফাঁপা অলীক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়নি উপরন্তু তা প্রলেতারিয়েতের কাছে একটি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এটা খুব সুন্দর একটা শ্লোগান যা দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী ব্যাখ্যাকে স্বীকার করে নেয়। একটা কুয়োমিন্টাংয়ের একনায়কত্ব এবং অন্যটা অক্টোবর একনায়কত্ব! কিন্তু এই দুটো পরস্পরের সাথে মিশ খায় না। চীনে স্ট্যালিনবাদীরা গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে দুভাবে ব্যাখ্যা করেছিল, প্রথমে দণিপন্থী কুয়োমিন্টাংদের একনায়কত্ব হিসেবে এবং তারপর বামপন্থী কুয়োমিন্টাংদের একনায়কত্ব হিসেবে। কিন্তু ভারতবর্ষে তারা এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? তারা চুপ করে আছে। তারা চুপকরে থাকতে বাধ্য, কেননা তাদের অপরাধ সম্পর্কে তাদের সমর্থকদের তাহলে চোখ খুলে যেতে পারে, এভয় তাদের আছে। এটাকে নীরবতার এই চক্রান্ত আসলে ভারতীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধেই একটি চক্রান্ত। এবং বর্তমান সমস্ত ধরণের অতিবাম বুকনিবাজি পরিস্থিতির এক বিন্দু উন্নতি ঘটাবে না, কেননা বিপ্লবের বিজয় কলরব বা চেঁচামেচির দ্বারা নিশ্চিত হয় না, তা নিশ্চিত হয় রাজনৈতিক স্বচ্ছতার দ্বারা।

কিন্তু যা বলা হয়েছে তাতে এখনো জট পাকানো সুতোর পাক খোলা হয়নি। এই বিন্দুতে কিছু নতুন সুতো আবার জট পাকিয়েছে। বিপ্লবকে একটি বিমূর্ত গণতান্ত্রিক চরিত্র দান করে এবং এক ধরণের অতীন্দ্রিয়মূলক 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বে পৌঁছনোর অনুমতি দিয়ে, আমাদের কর্মনীতি রচয়িতারা একই সময়ে প্রত্যেকটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শ্লোগানকে অস্বীকার করে, শ্লোগানটি হচ্ছে স্পষ্টভাবে সংবিধান পরিষদের (Constituent Assembly) শ্লোগান। কেন? কিসের ভিত্তিতে? এটা সম্পূর্ণভাবে অবোধ্য। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে কৃষকদের জন্য সমতা সবার উপরে, জমি বিতরণের ক্ষেত্রে সমতা। আইনের কাছেসমতা নির্ভর করে পূর্বতন এই সমতার উপর। সংবিধান পরিষদ, যেখানে সমস্ত জনগণের প্রতিনধিরা অতীতের সাথে তাদের বোঝাপড়া সেরে নেয়, সেখানে কিন্তু আসলে বিভিন্ন শ্রেণীগুলি পরস্পরের সাথে বোঝাপড়া করে, এটা বিপ্লবের গণতান্ত্রিক কর্তব্যের স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী সাধারণীকৃত প্রকাশ, এবং তা শুধুমাত্র জেগে ওঠা কৃষক জনতার চেতনায় নয়, উপরন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব চেতনাতেও বটে। চীনের পরিপ্রেতিতে আমরা এর কথা আরো পরিপূর্ণভাবে বলেছি এবং এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করছি না। শুধু আমরা এটুকুই যোগ করতে চাই যে ভারতের আঞ্চলিক বহুরূপতা, বিভিন্ন রঙের সরকারী রূপ এবং সামন্ত ও জাতের (Caste) সম্পর্কের দিক দিয়ে তার বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা ভারতে সংবিধান পরিষদের শ্লোগানকে নির্দিষ্টভাবে গভীরপ্রসারী বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সারমর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান তাত্ত্বিক হচ্ছেন সাফারভ, যিনি আত্মসমর্পণের সুখকর সুযোগের মাধ্যমে তার ক্ষতিকর কার্যাবলীকে মধ্যপন্থার শিবিরে স্থানান্তরিত করেছেন। ভারতীয় বিপ্লবের শক্তি এবং কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে বলশেভিক-এ একটি কর্মসূচীগত প্রবন্ধে সাফারভ খুব সাবধানতার সঙ্গে সংবিধান পরিষদের প্রশ্নের চারিদিকে ঘুরে বেরিয়েছেন যেভাবে একটি অভিজ্ঞ ইঁদুর স্প্রিং-এর উপরে এক টুকরো চিজের চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়ায়। এই সমাজ বিজ্ঞানী কোনভাবেই আর দ্বিতীয় বার ট্রটস্কীবাদী ফাঁদে পড়তে চান না। কোনরকম আড়ম্বর ছাড়াই সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সংবিধান পরিষদের বিপরীতে এই আশা হাজির করছেন;

"প্রলেতারীয় আধিপত্যের জন্য সংগ্রামের উপর ভিত্তি (!) করে নতুন একটি বিপ্লবী উৎস্রোতের বিকাশ এই সিদ্ধান্তের [কে নেতৃত্ব দেবে? কিভাবে? কেন?] দিকে নিয়ে যায় যে ভারতে প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকের একনায়কত্ব কেবলমাত্র সোভিয়েতের রূপেই অর্জন করা যেতে পারে"

(বলশেভিক, সংখ্যা ৫, ১৯৩০ পৃ: ১০০)

আশ্চর্যজনক এই লাইনগুলি মার্তিনভ সাফারভের দ্বারা বহুগণিত হয়েছেন। মার্তিনভকে আমরা জানি। এবং সাফারভ সম্পর্কে, লেনিন বলেছিলেন, সহানুভূতি ছাড়া নয়, "সাফারচিক বামপন্থী হবে, সাফারচিক ভুলগুলিকে প্রসারিত করবে....."।

উপরিল্লিখিত সাফারভবাদী আশা এই চরিত্রায়ণকে নাকচ করছে না। সাফারভ যথেষ্ট বামপন্থী অবস্থান নিয়েছেন এবং এটাও স্বীকার করতে হবে যে তিনি লেনিনের ভবিষ্যতবাণীর দ্বিতীয় অর্ধটিকে বিপর্যস্ত করে দেন নি। প্রশ্নটিকে নিয়ে শুরু করলে, কমিউনিস্টদের প্রলেতারীয় অধিপত্যের জন্য লড়াই-এ উপর ভিত্তি করে জনগণের বিপ্লবী উৎস্রোতের বিকাশ লাভ করে। সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে তার মাথার উপর দাঁড় করানো হয়েছে। আমরা জানি প্রলেতারীয় অগ্রণী বাহিনী আধিপত্যের সংগ্রামে প্রবেশ করে অথবা প্রবেশ করতে প্রস্থতি নেয় বা প্রবেশ করবে নতুন বিপ্লবী উৎস্রোতের উপর ভিত্তি করে। সাফারভের মতে সংগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকের একনায়কত্ব। এখানে বামপন্থার কারণে 'গণতান্ত্রিক' শব্দটি ছেঁটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি, এটা কি ধরণের দুই শ্রেণীর একনায়কত্ব, কুয়োমিন্টাং ধরণের, নাকি বলশেভিক ধরণের। তার জন্য ওনার কিছু সম্মানসূচক শব্দের দ্বারা আমরা আশ্বস্ত হয়েছি, যে এই একনায়কত্ব কেবলমাত্র 'সোভিয়েত রূপের মধ্যেই' প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটা শুনতে খুবই মহান লাগে। সংবিধান পরিষদের শ্লোগান কেন? সাফারভ কেবলমাত্র সোভিয়েত রূপের পইে সম্মত হতে প্রস্তত আছেন।

উত্তরসূরীদের মতবাদের সারমর্ম-তার ঘৃণা এবং অপকারী সারমর্ম-এই বাস্তবতার মধ্যেই নিহিত আছে যে অতীতের বাস্তব প্রক্রিয়াগুলি থেকে এবং তার শিক্ষা থেকে সে কেবল রূপকেই গ্রহণ করে এবং তাকেই পবিত্র পূজ্য করে তোলে। সোভিয়েতের ক্ষেত্রেও ঠিক এই জিনিসটাই ঘটেছে। একনায়কত্বের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে কিছু না বলে- কুয়োমিন্টাং-এর মত প্রলেতারিয়েতের উপর বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব অথবা অক্টোবরের মত বুর্জোয়াদের উপর প্রলেতারীয় একনাকয়ত্ব-সাফারভ কাউকে, প্রাথমিকভাবে নিজিকে সোভিয়েত রূপের একনায়কত্বের কথা বলে ঘুম পাড়াচ্ছে। যেন শ্রমিক এবং কৃষকদের প্রতারণা করার ক্ষেত্রে সোভিয়েতগুলি হাতিয়ার হতে পারে না। ১৯১৭-র মেনশেভিক-সোশ্যালরেভলিউশানারি সোভিয়েতগুলি কি ছিল? বুর্জোয়াদের ক্ষমতার সমর্থনের এবং তার একনায়কত্বের প্রস্থতির অস্ত্র ছাড়া সেটা আর কিছুই ছিল না। ১৯১৮-১৯-এর জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সোভিয়েতগুলি কি ছিল? বুর্জোয়াদের রক্ষা করা এবং শ্রমিকদের প্রতারণা করার সংস্থা। ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের আরো বিকাশের সাথে সাথে, গণ আন্দোলনের আরো জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে এবং কমিউনিস্ট পার্টির দূর্বলতার জন্য-এবং তা দুর্বলই থাকবে যদি সাফারভবাদী তালগোল-পাকানো অবস্থা বজায় থাকে–ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়ারা নিজেরাই তাকে পরিচালনা করবার জন্য শ্রমিক-কৃষকের সোভিয়েত গড়তে পারে, যেভাবে সে এখন ট্রেড ইউনিয়নকে পরিচালনা করে। তার উদ্দেশ্য বিপ্লবকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা, যেভাবে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাসি সোভিয়েতগুলোর মাথায় চড়ে বসে তার শ্বাসরোধ করেছিল। গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের শ্লোগানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চরিত্র এই ঘটনার মধ্যেই নিহিত আছে যে তা শত্রুদের কাছে চিরকালের জন্য এই সম্ভাবনার দ্বারকে রুদ্ধ করে দেয় না।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, যার গঠন ছয় বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে–এবং কোন বছরগুলি!-এখন বিপ্লবী উৎস্রোতের অবস্থার মধ্যে, জনগণকে সক্রিয় করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারগুলির মধ্যে একটি, সংবিধান পরিষদের গণতান্ত্রিক শ্লোগান থেকে সে এখন বঞ্চিত রয়েছে। এ বিপরীতে, নবীন পার্টি, যে এখনো প্রথম পদক্ষেপগুলোই ফেলেনি, বিমূর্ত একনায়কত্বের রূপ হিসেবে সোভিয়েতের বিমূর্ত শ্লোগানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে পড়েছে। এই একনায়কত্ব কোন শ্রেণীর তা কেউ জানে না। সত্যিই সংশয়ের মহিমান্বয়ন এটি। এবং এই সমস্ত কিছুই প্রথানুসারে একটি বিকর্ষী শক্তিসঞ্চারের সংসর্গী হয়েছে এবং যে পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক এবং একেবারেই মনোরম নয়, তার উপরে চিনির প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে।

সরকারী প্রেস, নির্দিষ্টভাবে এই একই সাফারভ, পরিস্থিতির এমন বর্ণনা করেন যেন ভারতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ইতিমধ্যেই একটি শবে পরিণত হয়েছে, যেন কমিউনিজম হয় জয়লাভ করেছে অথবা প্রলেতারিয়েতের আনুগত্য জিতে নিয়েছে, যে কিনা পালাক্রমে ইতিমধ্যেই তার নেতৃত্বে কৃষকদের নিজের পিছনে জড়ো করেছে। নেতারা এবং তাদের সমাজবিজ্ঞানীরা, সবচেয়ে চেতনাহীন পদ্ধতিতে, যা আকাঙ্ক্ষিত তাকেই অস্তিত্ববান বলে দাবী কের। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে ভুল নীতির ফল হিসাবে যা বাস্তবতঃ ঘটেছে তার বদলে গত ছ'বছরে সঠিক নীতি নিলে যা ঘটতে পারত তাকেই তারা ঘটেছে বলে ঘোষণা করছে। কিন্তু যখন আবিষ্কারগুলির অসঙ্গতি এবং বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছিল, সাধারণ লাইন হিসেবে যা পেশ করা হয়েছিল সেই সাধারণ অসঙ্গতির খারাপ নির্বাহক হিসেবে যাদেরকে দোষ দেওয়া হবে, তারা হল ভারতীয় কমিউনিস্টরা।

ভারতীয় প্রলেতারিয়েতের অগ্রণীরা এখনো পর্যন্ত তাদের বিশাল কর্তব্যসমূহের প্রবেশ পথে আছেন, এবং তাদের সামনে এখনো বিরাট রাস্তা। পরাজয়ের এক সারিকে শুধুমাত্র প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকের পশ্চাদপদতার জন্য নয় বরঞ্চ নেতাদের পাপের ফল হিসেবেও ঘটেছে বলে ভাবতে হবে।

বর্তমান মূল কর্তব্য হচ্ছে বিপ্লবের চালিকাশক্তিগুলি সম্পর্কে এবং একটি সঠিক পরিপ্রেতি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার মার্কসীয় ধারণা, একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মনীতি যা গতানুগতিকে, আমলাতান্ত্রিক সূত্রগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু যা বিশাল বিপ্লবী কর্তব্যসমূহের রূপায়ণের জন্য সাবধানতার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক জাগরণ ও বিপ্লবী বিকাশের বাস্তব পর্যায়গুলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

পাদটীকা সমূহ :

১) মোহনদাস করমচান গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা, যে আন্দোলন পরবর্তীকালে ভারতের কংগ্রেস দল হয়েছিল এবং ১৯৩০-এর সংগ্রামে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শক্তি হয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণবিরোধিতা সংগঠিত করেছিলেন কিন্তু শান্তিপূর্ণ, অহিংস এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে অটল ছিলেন।

২) আন্দ্রেই বুবনভ (১৮৯১-১৯৩?)–একজন পুরনো বলশেভিক, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ধারার এবং অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের সকলের সাথেই ১৯২৩ সালে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং স্ট্যালিনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৩০-এর দশকে শেষ দিকে স্ট্যালিনের যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তিনি।

৩) জি. সাফারোভ (১৮৯১-১৯৪১)–লেনিনগ্রাডে জিনোভিয়েভ-এর গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে যুক্ত বিরোধিতাকে (United opposition) তিনি সমর্থন করেছিলেন। ১৯২৭ সালে পার্টি থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন। তিনি স্ট্যালিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

লিয়ঁ ট্রটস্কীর ভারতে বিপ্লব ঃ তার কর্তব্য এবং বিপদ সমূহ নিবন্ধটি বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ভারতসহ বিশ্বের এই অঞ্চলে বিপ্লবী মার্কসবাদীদের বিশেষ মনোযোগ দাবী করে বিধায় তা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হলো।

বিতর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রসঙ্গে

(ঐক্য প্রক্রিয়া পত্রিকা থেকে সংকলিত)

বিতর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রসঙ্গে

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশ্নটি চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরণের একটি সরকারের রূপ ও ভূমিকা সম্পর্কে জাতীয়ক্ষেত্রে সক্রিয় বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও পার্টি নিজ নিজ বক্তব্য হাজির করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ হবার কারণে কেবলমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলোই নয়, বুদ্ধিজীবীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশও এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে বেশ একটা আলোড়ন ও বিতর্ক সৃষ্টি করতে পেরেছেন। রাজনৈতিক প্রশ্নে আগ্রহী সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণও এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখছেন। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তা-বিশেষত সরকার, সংবিধান, ক্ষমতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের ভাবনা চিন্তা কমবেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ফলে চলমান আন্দোলনে এইসব শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থানও আগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা পাবার আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরাজিত সংগ্রামের একটা চিত্রও আমরা পাচ্ছি যে সংগ্রাম এখনো পর্যন্ত বিতর্ক ও দাবি উত্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বলাবাহুল্য আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে এই বির্তক ও দাবিগুলোই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক লড়াইয়ে রূপ নিয়ে হাজির হবে। দাবিদাওয়া ও বিতর্কের এই পর্যায়ে চলমান আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারা ও সে ধারার বাহক শ্রেণীগুলোকে চিহ্নিত করার প্রয়াস হিসাবে আমাদের এই বক্তব্য। বলাবাহুল্য এ বিষয়ে আমাদের অবস্থানও এই বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে অনিবার্যভাবেই ব্যক্ত হবে।

আন্দোলনের প্রধান দুই ধারা এবং মধ্যবর্তী দোদুল্যমানতা

চলমান আন্দোলন বিরাজমান অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। অস্ত্র এবং বলপ্রয়োগই এ রাষ্ট্রের ভিত্তি। আইন, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন সরাসরি অস্ত্রের অধীন এবং প্রশাসনের সামরিকীকরণের একটা অপ্রকাশ্য উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সেনাবাহিনী জেলা পরিষদ সহ অন্যান্য রাষ্ট্র কাঠামো সরাসরি নিজেদের বন্দুকের নলের মুখে রাখতে চাইছে। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রের এই নগ্ন সশস্ত্রতার ওপর একটা বেসামরিক লেবাস হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ পরাতে সক্ষম হয়েছেন। সামরিক শাসনের অধীনে সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর একটা বড়অংশ অংশগ্রহণ করেছে এবং সংসদে নিজেদের আসন অলংকৃত করে চলেছে। কিন্তু বুট ও বন্দুকের ওজন রাষ্ট্রের শরীর থেকে কমছেনা, বরং বাড়ছে। রাষ্ট্র সেকারণে এর বাহ্যিক বেসামরিক ভড়ং সত্ত্বেও সমরতান্ত্রিক রাষ্ট্র। চলমান আন্দোলন এই সমরতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই বিরুদ্ধে।

আন্দোলনের প্রতিটি শক্তি দাবী করছে তারা গণতন্ত্র চান। এমনকি জামায়াত ইসলামীও। আন্দোলনের সুবাদে সাম্প্রদায়িক শক্তি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। তারা "গণতন্ত্রের" জন্যে মাঠে থাকতে থাকতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একটা খাতিরের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছে। তাদের মাঠের মিত্রদের অনেকের সঙ্গে তারা এখন সংসদে বসছে। গণতন্ত্রের জন্য যাঁরা লড়ছেন বলে দাবি করছেন পাঁড় সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে তাঁদের আন্দোলনগত মৈত্রী বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনছে। এটা অনস্বীকার্য আওয়ামীলীগ কিংবা বাংলাদশের কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে গণতন্ত্র বোঝে সাম্প্রদায়িক জামায়াত অন্ততঃ সেইভাবে গণতন্ত্র বোঝেনা। কিন্তু আন্দোলনে কিংবা সংসদে তাদের স্পষ্ট মিত্রতার কারণে তাদের পার্থক্যটা কোথায় সেটা জনগণের চোখে এখন রীতিমতো একটা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের আর বিপক্ষের শক্তি হিসাবে কিংবা অসাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িক ধারা হিসেবে চিহ্নিত করার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে না গিয়ে এটা অন্তত স্পষ্ট যে আন্দোলন, নির্বাচন ও সংসদের আসন অলংকৃত করার প্রশ্নে এদের মৌলিক নীতি অভিন্ন। এই অভিন্নতা এবং মিত্রতা সাম্প্রদায়িক শক্তির আর এক বীভৎস উত্থানের শর্ত তৈরী করে দিয়েছে। সম্প্রতিকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন ঘটনাবলীই এর প্রমাণ।

মৌলিক মিল ও অমিলের দিক থেকে বিচার করলে আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক ধারা দুটো। একটি হচ্ছে সমরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোর কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটানো–নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতার ভাগ লাভ করা। অন্যটি হচ্ছে বর্তমান সমরতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো ধ্বংস করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান নিশ্চিত করার জন্যে আন্দোলনকে ক্রমাগত তীব্রতর ও বিস্তৃত করা এবং সরকার পতনের সংকীর্ণ লক্ষ্য অতিক্রম করে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের কর্তব্য সম্পন্ন করা। প্রথম ধারার প্রধান তিনটি দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জামায়াতে ইসলাম। বলা বাহুল্য, প্রথম ধারার রাজনীতি সেইসব শ্রেণীরই স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে যারা বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামো থেকে উপকৃত হচ্ছে। শোষক শ্রেণীর ক্ষমতাবহির্ভূত একটা অংশ এই ধারার অন্তর্ভূক্ত। অপরাংশ ক্ষমতাসীন। সে কারণে উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনগণের রোষাগ্নি থেকে অক্ষত রাখার প্রশ্নে উভয়েরই শ্রেণীস্বার্থ এক অভিন্ন। বর্তমান রাষ্ট্র যন্ত্রের কোথাও কোন আঁচড় না লাগিয়ে এই রাজনৈতিক ধারা ক্ষমতার বিলি বন্টনেই কেবল উৎসাহী। সমাজথেকে বিচ্ছিন্ন ও সমরতান্ত্রিক, নিপীড়নমূলক